বন্ধ্যাত্ব
ডাঃ সুপর্ণা ব্যানার্জী

বন্ধ্যাত্ব বা সন্তানহীনতা আর পাঁচটা অসুখের মতো। তাই এর বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি আছে। যার দ্বারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আজকাল সফলতা পাওয়া যায়। কিন্তু বন্ধ্যাত্ব কথাটিই যেন এক সামাজিক ব্যাধি। এত কুসংস্কার জড়িয়ে আছে এর সাথে যে যেগুলো এবার ঝেড়ে ফেলার সময় এসেছে।

বন্ধ্যাত্ব একটি দম্পতিকে মানসিকভাবে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় ওরা তো ঠিকই আছে। কিন্তু দিনের পর দিন বিভিন্নভাবে ওদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে ওরা নিঃসন্তান। ছোট্ট কয়েকটি ঘটনা ধরা যাক, কোনো দম্পতি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলেই আলাপচারিতার মাধ্যমে প্রশ্ন করা হয় তাদের বাচ্চা আছে? না হলে কেন নেই? এরপর নানা পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়া হয় কি করলে তাদের কোথায় গেলে কিন্তু এই অযাচিত পরামর্শ হয়তো তাদের ভালো লাগে না। কিন্তু কেউ তা ভেবে দেখে না। এর ফলে দম্পতির সামাজিক সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। তারা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে আগ্রহ পায় না পাছে কেউ আবার এই ধরণের কথা বলে।

প্রতিদিন তারা যখন রাস্তায় বা দোকানে বাজারে বের হয়, ছোটো বাচ্চার খেলনা, জামা কাপড়, এসব নানা জিনিস চোখে পড়ে এবং এগুলো আবার মনে করিয়ে দিতে থাকে যে তাদের কোনো সন্তান নেই তাই এগুলো তারা কিনতে পারছে না।

কিছু কিছু সামগ্রী ব্যবসায়িকভাবে বিক্রি হয় যাতে কেবল গর্ভবতী মা এর ব্যবহার করা উচিত বলা থাকে। তখন বন্ধ্যা মহিলার মনে ওই বস্তুটি ব্যবহার করার প্রবল ইচ্ছা তৈরি হয় এবং তার মনের ভিতরটা কুড়ে কুড়ে খায় এই চিন্তা যে সে যেহেতু মা হতে পারছে না তাই ওটি ব্যবহার করার যোগ্যতা তার নেই।

সমাজ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলাটির ওপর বন্ধ্যাত্বের বোঝাটি চাপিয়ে দেয়, যদিও অনেকক্ষেত্রেই পুরুষের সমস্যা বা উভয়েই সমস্যায় দায়ী বন্ধ্যাত্বের কারণ হিসাবে। তাই স্বামীকেও বাড়ির অন্যান্যদের মত একটু বেশী সহানুভূতিশীল হতে হবে এবং মহিলাটিকে সাহায্য করতে হবে যাতে তিনি মনের দিক থেকে শক্ত থাকেন। এই মানসিক দৃঢ়তা অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় সাহায্য করে। যখন মানসিক অস্থিরতা বাড়তে থাকে তখন মস্তিষ্কের ভিতর থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ হরমোন বেরোয় সেগুলির নিঃসরণ অস্বাভাবিক হয়ে যায়। যার ফলে ওভিউলেশন বা ডিম্বাণুর নির্গমনে সমস্যা হতে থাকে। এজন্য দেখা যায় যে যখন মানুষ খুব আনন্দে থাকে এবং বাচ্চা আসতে পারে ভাবেই না তখনই সব থেকে বেশী মহিলা গর্ভবতী হয়।

আমার দীর্ঘদিনের চিকিৎসক অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে অনেক দম্পতির কাছে যখন আমি এটা বোঝাই যে তাদের কোনো সমস্যা নেই বা তাদের বোঝাই যে তাদের কিছুদিনের মধ্যেই সহজে বাচ্চা এসে যাবে, তখন তারা খুব নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যায়। এরপর কিছু মাস পরে অনেকেই গর্ভবতী হবার সুখবর জানায়।

এরকমও অনেক দম্পতিকে পেয়েছি যে যারা টেস্ট টিউব বেবির চিকিৎসা করে অসফল হয়েছেন অথচ পরে স্বাভাবিক ভাবে গর্ভবতী হয়েছেন। তাই অনেকে ঠাকুরের পুজো করে প্রার্থনা করেও ফল পান। এর কারণ মনের শান্তিতে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

কিন্তু অনেকের সমস্যাটা খুব গভীরে হয় যেখানে অনেক সময় অনেক জটিল চিকিৎসার দরকার হয়।